আলোর দিশা জ্বালিয়ে রেখো, জ্বলতে থাকুক

আল নোমান শামীম

ঘুম ভাঙে সদ্য ফোঁটা সকালের সাথে-
আনন্দেই গ্রহন করি কুয়াশার বাঁক কেঁটে
ভোরের আমন্ত্রন,
একাকী ঘুরে বেড়াবে আমার সাথে
আমার হাত ধরে সাম্য বনের ধারে
শৈলসারির পাড় ভেঙে বয়ে যাওয়া
মৃদুমন্দ স্রোতের ধারে বসে, নিশ্চিন্ত নিরালায়?

আমি ভবঘুরে পথিকের মতো
বনের আস্রয় গ্রহন করি,
কেননা এই প্রভাতে আমার কোথাও যাবার নেই
কেননা এই মুহুর্তে, এই পৃথিবীটাই আমার
কেননা এই সময়ে নিজেকে রাজাই মনে করি-
আমি নিশিভাঙ্গা ভোরের হাত ধরে
বেড়িয়ে পড়ি বনের ধারে ,
মনের সাথে অকস্মাৎ শান্তিপুর্ন বোঝাপড়ায় ।

তোমাদের রঙের মেলায় অনেকদিন
কাঁটছে বেলা কবি এবং
লেখক হবার ইচ্ছেটাতে, না পারাতে দুঃখ নিয়ে
হিসেব করি,
কিছু মেনে, কিছুটা জেনে, কষ্ট দিলাম, কড়ি দিয়ে
মেপে দেখি সবাই কাতর
দুঃখ নিয়ে, দুঃখ বুঁনে অযুত রকম
ঝকমারিতে এদিক ওদিক ।

আলোর দিশা পাইনি কেউ
যদিও আলো ছড়িয়ে আছে পথের মোড়ে
বাতাসী লতায়, নদীর বাঁকে, মিছিলে
স্লোগানে রুষ্ট যুবক মুষ্ঠি ছঁড়ায়,
যদিও আলো ছড়িয়ে আছে,
দারিদ্র শীতে, নদীর পাড়ের মানুষগুলো
কেমন ক'রে ছুটছে দেখো পাড়ের আশায়,

সবার কিছু হবে বলেই মায়ের ছেলে
ঘরের আশায় ঘর বেঁধেছে দুরের দেশে,
যদিও আলো ছড়িয়ে আছে নানান রকম
দৈব এবং দানবতায়, যুদ্ধদিনের মুক্তি এসে
দিনের আশায় ঠাঁয় দাড়িয়ে, একলা একা, মধ্য রাতে
ভীষন রকম উত্তেজনায় ফুসতে থাকে ।

যদিও আলো ছড়িয়ে আছে বইয়ের মেলায়
পদ্য লেখার আকাল হ'য়ে অপন্যাসের
বইয়ের বাজার, বুদ্ধিজীবি করাত কলে
বুদ্ধি বেচে জলের দরে,
বৌয়ের শাড়ি, মায়ের আঁচল, বাবার দোয়া,
কিনতে পাবে রথের মেলায়, পলটনে কি
ধর্মতলায়, মন্দিরে আর মিলাদ দিয়ে
যদিও আলো ছড়িয়ে আছে দিনের আলোয়-
কাজের মাঝে মলিন মুখে কালকি হবে
কালের মাঝি? এই দীনতা এই হীনতা
জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে আলোর মাঝে।

ঘর ছেঁড়েছে, গুনগুনিয়ে গান ছেঁড়েছে
বেঁচে থাকার কেবল আশায়
মন ভেঙেছে বধু আমার, আলতো পায়ে
আলতা পরে, হয় না হাঁটা তপ্ত পথে
বোনটি আমার, হঠাৎ রোদে
ঘুঁঘু ডাকে, জনের ভেতর জাতের ভেতর,
এই বিবাগী মনটাকে আর যায়না রাখা
বুকের ভেতর।

ঘুরতে এসে এই অরন্যে, তোমার কোলে
মাথা রেখে, দুঃখ শেষে দুঃখ দিয়ে
এই সকালে, আর ডেকোনা,
আলোর দিশা জ্বালিয়ে রেখো, জ্বলতে থাকুক-
সেই আলোতে বেঁচে আছি
সেই আলোতে জেগে উঠি
সেই আলোতে মানুষ হতে-
মানুষ হবার কষ্ট করি।

০৮।০৬।২০০৮

noman_bd@yahoo.com